অশুভ প্রথা গ্রহণ করা হারাম

25-October-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِاءَةَ مَرَّةٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে ১০০ বার দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে, قَضَى اللّٰهُ لَهُ مِاءَةَ حَاجَةٍ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তার ১০০টি উদ্দেশ্য পূরণ করবে, سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ তার মধ্য থেকে ৭০টি পরকালের এবং ৩০টি ইহকালের (দুনিয়ার) উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস: ২২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আপনাদের সম্মুখে অশুভ প্রথা সম্পর্কে মাদানী ফুল বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। অশুভ প্রথা এটি এমন রোগ, যা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমি সর্বপ্রথম আপনাদের সামনে একটি ঘটনা এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল উপস্থাপন করবো, এরপর শুভ-অশুভের প্রকার বিভিন্ন, কুরআনে পাকের আয়াত, হাদীসে মুবারাকা এবং তার ব্যাপারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোয়াও আপনাদের খেদমতে আরয করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। এরপর অশুভ প্রথার বিভিন্ন মাসয়ালা, অশুভ প্রথার বিভিন্ন ক্ষতি এবং অশুভ প্রথা থেকে বাঁচার প্রতিকারও বর্ণনা করবো। বয়ানের শেষে পোশাক সম্পর্কে মাদানী ফুলও উপস্থাপন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অমুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে অশুভ প্রথা গ্রহণ করা পুরানো রীতি এবং তাদের সন্দেহ প্রবণ লোকেরা প্রত্যেক বস্তু থেকেই কুপ্রভাব গ্রহণ করতো, যেমন: কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য বের হলো এবং পথে কোন পশু সামনে দিয়ে চলে গেলো বা কোন বিশেষ পাখির আওয়াজ কানে এলো তখন দ্রুত ঘরে পুনরায় ফিরে আসতো। এমনিভাবে কিছু দিন ও মাসে কারো আসাকে অশুভ মনে করা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো, অনুরূপভাবে এরূপ কল্পনা বা মনে করা আমাদের সমাজেও অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে, ইসলাম এরূপ সন্দেহ প্রবণতাকে কখনো অনুমতি দেয় না এবং ইসলাম যেখানে অন্যান্য অহেতুক প্রথার মূলৎপাটন করেছে, সেখানে এই মন্দ প্রথাকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। (সীরাতুল জিনান, ৩/৪১২ পৃষ্ঠা)

আসুন! অশুভ প্রথা সম্পর্কে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী শ্রবণ করি, যেমন-

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমরা হিংসা করো তখন অতিরঞ্জিত করো না, যখন তোমাদের কুধারণা সৃষ্টি হয়, তখন এতে বিশ্বাস করো না এবং যখন তোমাদের অশুভ প্রথা বা কুসংস্কার সৃষ্টি হয়, তবে সেই কাজ করে ফেলো আর **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করো। (আল কা'মিলু ফি দু'ফায়ির রিজাল, ৫/৫০৯)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার উম্মতের মাঝে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে, অশুভ প্রথা, হিংসা এবং কুধারণা। এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে ব্যক্তির মাঝে এই তিনটি অভ্যাস থাকবে, সে এর প্রতিকার কিভাবে করবে? ইরশাদ করলেন: যখন তুমি হিংসা করবে, তখন **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং যখন তুমি কোন কুধারণা করো তখন তাতে দৃঢ় থেকো না, আর যখন তুমি অশুভ প্রথা বের করবে তখন সে কাজ করে নাও। (মু'জামুল কবীর, ৩/২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস:৩২২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অশুভ প্রথা গ্রহণ করাটা আমার মনের সন্দেহ ছিলো

এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো: একবার আমি এ রকম খালি হাত হয়ে গেলাম যে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মাটি খেতে হলো কিন্তু এরপরও ক্ষুধা কষ্ট দিতে থাকে। আমি

চিন্তা করলাম, হায়! এমন কোন ব্যক্তি মিলে যেতো, আমাকে খাবার খাওয়াব, সুতরাং আমি এ রকম ব্যক্তির সন্ধানে ইরান শহরের আহওয়ায এর দিকে রওয়ানা হলাম, যদিও ঐখানে আমার পরিচিত কেউ ছিল না, যখন আমি সমুদ্রের তীরে পৌঁছলাম, তখন সেখানে কোন নৌকা ছিল না। এটিকে আমি অশুভ লক্ষণ হিসাবে ধরে নিলাম, অতঃপর আমি একটি নৌকা দেখতে পেলাম, কিন্তু এতে ছিদ্র ছিল, এটা আমার দ্বিতীয় অশুভ লক্ষণ মনে হলো, আমি নৌকার মাঝির নাম জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বলল দেউযাদাহ, (যেমন আরবীতে শয়তান কে বলা হয়ে থাকে) এটা ছিল আমার তৃতীয় অশুভ লক্ষণ। যাহোক, আমি ঐ নৌকাতে আরোহন করলাম। যখন সমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছলাম তখন আমি আওয়াজ দিতে লাগলাম, হে বোঝা বহনকারী শ্রমিক! আমার মালপত্র নিয়ে যাও, ঐ সময় আমার কাছে একটি পুরানো লেপ এবং কিছু প্রয়োজনীয় মালপত্র ছিল, যে শ্রমিক আমার কথার উত্তর দিল সে এক চোখ বিশিষ্ট (কানা) ছিল, এটিকে আমি ৪র্থ অশুভ লক্ষণ মনে করলাম, আমার চিন্তায় এলা যে, এখান থেকে পুনরায় ফিরে যাওয়াটা নিরাপদ, কিন্তু এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে পুনরায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিয়ে দিলাম। যখন আমি মুসাফির খানায় পৌঁছলাম এবং এখনো এটা চিন্তা করছি যে, কি করবো, এরই মধ্যে কে যেন দরজায় করাঘাত করলো, আমি জিজ্ঞাসা: করলাম কে? তখন উত্তর দিলো: আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি জান যে, আমি কে? সে বলল: হ্যাঁ! আমি মনে মনে বললাম: এই হয়তো শত্রু হবে নয়তোবা বাদশার বার্তা-বাহক হবে, আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর দরজা খুলে দিলাম। ঐ ব্যক্তি বললো: আমাকে অমুক ব্যক্তি আপনার কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছে যে, যদিও আমার ও আপনার মধ্যে মতবিরোধ আছে কিন্তু উত্তম চরিত্রের হক সমূহ আদায় করা আবশ্যক। আমি আপনার অবস্থা সম্পর্কে শুনেছি এজন্য আমার উপর আবশ্যক যে, আপনার প্রয়োজন মিটানো। যদি এক বা দুই মাস পর্যন্ত আমাদের এখানে থাকেন তাহলে আপনার জীবন অতিবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আর যদি এখান থেকে চলে যেতে চান তাহলে এইতো ৩০ দিনার আছে, এগুলো আপনি প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। আর চলে যাওয়াকে আমি আপনার অপারগতা মনে করবো। ঐ ব্যক্তির বর্ণনা হলো: এর পূর্বে আমি কখনো ৩০ দিনার

এর মালিক ছিলাম না, আর আমার এই কথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, অশুভ প্রথার কোন বাস্তবতা নেই। (রুহুল বয়ান, ১/৩০৪ সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা হতে বুঝতে পারলাম, অশুভ প্রথা নামে কোন জিনিসের সাথে বাস্তবে কোন সম্পর্ক নেই। ঐ ব্যক্তি সফরের মাঝে নিজের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী অশুভ প্রথার শিকার হয়েছে এবং এটা চিন্তা করতে লাগলো যে, সফর শেষ করে পুনরায় ফিরে যাওয়াতে আমার নিরাপত্তা রয়েছে। কেননা তার ধারণা অনুযায়ী এতো সব অশুভ প্রথার পরও তার আশা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু তার প্রচন্ড অভাব ছিল, এই জন্য সফর শেষ হয়নি, আর যখন সে ঐখানে পৌছল তখন তার বিশ্বাসের বিপরীত তার এতো (টাকা) দীনার মিলে গেলো যা এর পূর্বে সে কখনোই দেখে নি। নিজের আশা এভাবে পূরণ হওয়ার পর সে এই মন-মানসিকতা তৈরি করে নিল যে, অশুভ প্রথা বলতে কিছুই নেই।

শুভ-অশুভ প্রথা গ্রহণ করার বিভিন্ন প্রকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুভ-অশুভ প্রথা মানে ইঙ্গিত নেয়া, অর্থাৎ কোন বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, শব্দ বা সময়কে নিজের পক্ষে শুভ বা অশুভ বলে মনে করা, মৌলিকভাবে তা দুই প্রকার (১) অশুভ প্রথা গ্রহণ করা, (২) শুভ প্রথা গ্রহণ করা। সুতরাং এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শুভ প্রথা হলো, যে কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে সে সম্পর্কে কোন কথা শুনে সেই কাজের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা, এটি তখনই হয় যখন কথাটি শুভ হয়, যদি অশুভ হয়, তাহলে অশুভ প্রথা। শরীয়াত এই কথার নির্দেশ দিয়েছে যে, মানুষ যেন শুভ প্রথা গ্রহণ করে খুশি হয় এবং নিজের কাজ আনন্দ চিত্তে সুসম্পন্ন করে এবং যখন কোন অশুভ কথা শুনে, সে দিকে যেন মনযোগ না দেয়, আর সে কারণে নিজের কাজও যেন বন্ধ করে না দেয়। (আল জামেউল আহকাম, আল কুরআনু লিল কুরতুবী, ২৬ পারা, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৩২ পৃষ্ঠা, ১৬ তম অংশ)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: ইসলামে শুভ প্রথা গ্রহণ করা জায়েয (মুস্তাহাব) কুসংস্কার, অশুভ প্রথা গ্রহণ করা হারাম। (তাফসীরে নঈমী ৯/১১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শোনলেন তো! যে কোন জিনিসকে দেখে তা থেকে শুভ প্রথা গ্রহণ করা জায়েয। যেমন- আমরা কোন কাজে যাচ্ছি, কেউ বললো (ইয়া) রাশিদ (অর্থাৎ হে হিদায়াত প্রাপ্ত) হে সাঈদ (অর্থাৎ হে সৌভাগ্যবান) হে সৎ চরিত্রবান! আমি ধারণা করছি বা আমরা ধারণা করছি যে, ভালো নাম শুনেছি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সফল হবো বা কোন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, একে নিজের ব্যাপারে ভাল মনে করা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমার নিজের উদ্দেশ্যে সফলতা মিলবে, এটা শুভ প্রথা এবং ইসলাম একে পছন্দ করে। যখন কোন বস্তুকে দেখে তা দ্বারা অশুভ প্রথা এবং কুসংস্কার কে উদ্দেশ্য করে গ্রহণ করাকে ইসলাম নিষেধ করেছে। যেমন- এক ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো, কিন্তু রাস্তার মধ্যে কালো বিড়াল রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে চলে গিয়েছে, এখন ঐ ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, এর অলুক্ষুণে হওয়ার কারণে সফরে আমার অবশ্যই কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে এবং সফর করা থেকে বিরত রইলো। তাই এরকম করে অশুভ প্রথায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া, আর এসব করা থেকে শরীয়াত নিষেধ করেছে। কোন ব্যক্তি, স্থান, বস্তু বা সময়কে অশুভ মনে করা ইসলামে কোন স্থান নেই, এটা শুধু সন্দেহের সন্দেহ মূলক হয়ে থাকে।

কুরআনের আয়াত

কুরআনে করীমের অনেক জায়গায় অশুভ প্রথার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সুতরাং **আল্লাহ পাক** ৯ পারা, সূরা আরাফ এর **১৩১**নং আয়াতে ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ লাভ করতো তখন বলতো, এটা আমাদের জন্যই, আর যখন কোন অকল্যাণ পৌছতো তখন মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো, শুনে নাও! তাদের অদৃষ্টের অশুভ পরিণাম তো **আল্লাহ**রই নিকট রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবগত নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: যখন ফিরআউন সম্প্রদায় এর উপর কোন মুসিবত (দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) আসতো তখন তারা (ফিরআউন সম্প্রদায়) হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আর তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো, আর বলতো: যখন থেকে এই লোকগুলো আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশ করেছে, তখন থেকেই আমাদের উপর বিপদ-আপদ তথা বালা-মুসীবত আসতে লাগলো। মুফতি সাহেব আরো বৃদ্ধি করে লিখেন: মানুষ বিপদাপদে ফেঁসে গেলে তাওবা করে নেয়, কিন্তু ঐ লোকগুলো এ রকম অবাধ্য ছিল যে, তাদের সবার মধ্য থেকে কারো চোখ খুলে নি বরং তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যখন কখনো আমি তাদেরকে আরাম দিয়ে থাকে, আরাম আয়েশের জিনিসগুলোর আধিক্যতা ইত্যাদি প্রদান করি তখন তারা বলে যে, এই আরাম ও শান্তি আমাদের আপন বস্তু সমূহের মাধ্যমেই প্রাপ্ত, আমরাই এর উপযোগী, এমন কি এই আরাম আমাদের আপন চেষ্টার ফসল। **(তাফসীরে নঈমী, ৯/১১৭ পৃষ্ঠা)**

অন্য জায়গায় ৫ পারা সূরা নিসার আয়াত নং ৭৮ এ ইহুদীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

اَیْنَ مَا تَكُوْنُوْا یُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِیْ بُرُوْجٍ مُّشَیَّدَةٍؕ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا یَكَادُوْنَ یَفْقَهُوْنَ حَدِیْثًا ﴿۷۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের নিকট যদি কোন কল্যাণ পৌছে তবে বলে, এটা **আল্লাহ**র নিকট থেকে এবং তাদের নিকট যদি কোন ক্ষতি পৌছে তবে বলে, এটা হুযুরের দিক থেকে এসেছে। আপনি বলুন! সবকিছু **আল্লাহ**র নিকট থেকেই, কাজের ঐ সব লোকের কী হলো? তারা কোন কথা বুঝছে বলে মনে হয় না।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: যখন **হুযুর সৈয়্যদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরত

করে মদীনায়ে পাক زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ আগমন করলেন এবং মদীনার ইহুদীদের ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন অধিকাংশ ইহুদীরা বিদ্রোহ করতে থাকে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরোধীতা করতে উঠে পড়ে লেগেছে, আর তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিজের কুফুরীকে গোপন রেখে কলমা পড়ে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং মুসলমানদের নানা রকম ক্ষতি সাধন করতে লাগলো, যার শাস্তি স্বরূপ কখনো ঐখানে সময় মতো বৃষ্টি হচ্ছে না, কখনো ফল কম হচ্ছে, যেমন- পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা হতে চলেছে, তখন মুনাফিকরা বলতে লাগলো: نَعُوْذُ بِاللهِ তিনি (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পা (কদম) রাখার দ্বারা আমাদের এখানের কল্যান ও বরকত কমে গিয়েছে। এই সব মুসিবত তাঁর আগমনের মাধ্যমে হচ্ছে। তাদের উক্তি খন্ডনে এই আয়াতে করীমা নাযিল করেন। **(তাফসীরে নঈমী ৫/২৪০ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে বুঝা গেল, অশুভ প্রথা গ্রহণ করা কাফেরদের নিদর্শন এবং ঐখান তাদের থেকে এই রোগ পরবর্তীতে কম জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানদের অন্তরেও ঢুকে পড়েছে। সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, অশুভ প্রথা গ্রহণ করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। মনে রাখবেন! অশুভ প্রথা দ্বীনী বিষয়ের সাথে সাথে একজন মুসলমানের জন্য দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও অনেক বেশী বিপদ জনক। এটা মুসলমানদের অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিতে থাকে, আর সে প্রত্যেক ছোট বড় বস্তুকে ভয় পেতে থাকে এ পর্যন্ত যে, সে নিজের ছায়াকেও ভয় করে। সে এই সন্দেহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় যে, দুনিয়ার সকল দূর্ভাগ্য ও বিপদ তার চারপাশে জমা হয়ে গিয়েছে, আর অপর লোক শান্তির জীবন অতিবাহিত করছে। এ রকম ব্যক্তি নিজের প্রিয় ব্যক্তিদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখে থাকে যার দ্বারা অন্তরে শত্রুতা তৈরি হয়। অশুভ প্রথার (রোগে আক্রান্ত) বা গোপন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা ও অন্তরের দিক দিয়ে (অকেজো) অকর্মন্য হয়ে থেকে যায় আর কোন কাজ ভালোভাবে করতে পারে না। ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ মাওয়ারধী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: জেনে নাও! অশুভ প্রথা গ্রহণের চেয়ে বেশি মনোভাবের ক্ষতি সাধনকারী এবং কার্য প্রণালী বিনষ্টকারী কোন বিষয় নেই।

(আদবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

হাদীসে মোবারাকা

রাসূলে পাক, সাহেবে লাওলাক, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অশুভ প্রথা গ্রহণকারীদের থেকে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এই শব্দাবলী দ্বারা ইরশাদ করেন: لَيسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ وَلَاتُطُيِّرَ لَه অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশুভ প্রথা গ্রহণ করে এবং যার জন্য অশুভ প্রথা গ্রহণ করা হয়, সে আমার দলভূক্ত নয় (অর্থাৎ সে আমার তরীকার মধ্যে নেই)। **(আল মু'জামুল কবীর, ১৮/১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস:৩৫৫ ও ফয়যুল কাদীর, ৩/২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২০৬)**

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বস্তু থাকবে সে উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। (১) যে নিজের ধারণা দ্বারা অদৃশ্যের সংবাদ দেয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতের সংবাদ দেয়। বা (২) তীরের নিশানার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ এর কথা জানা। অথবা (৩) অশুভ প্রথার কারণে নিজের সফর থেকে বিরত থাকে। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ১৮/৯৮ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা মু'য়াবিয়া বিন হাকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন; আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা জাহেলিয়া যুগে কিছু করতাম (আপনি আমাদেরকে এর হুকুম বলুন?) আমরা গণকের নিকট গমন করতাম, **তাজেদারে মদীনা হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: গণকের নিকট গমন করো না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমরা (পাখি সমূহ ইত্যাদি দ্বারা) শুভ-অশুভ প্রথাও গ্রহণ করি, ইরশাদ করলেন: এটা একটা বস্তু (অর্থাৎ ধারণা) যা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আপন অন্তরে পোষণ করে থাকে, কিন্তু এটা যেন তোমাকে (তোমার প্রয়োজন ইত্যাদি) কে থামিয়ে না দেয়। **(মুসলিম, ১২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস:৫৩৭, মিরকাতুল মাফাতিহ, আল ফসলুল আওয়াল, ৮/৩৫৮ পৃষ্ঠা)**

বর্ণিত রয়েছে: একব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা এক ঘরে বসবাস করতাম, এতে আমাদের পরিবার-পরিজন অধিক এবং সম্পদও অধিক ছিল, অতঃপর আমরা ঘরটি পরিবর্তন করলাম, সুতরাং আমাদের সম্পদ এবং সদস্য সংখ্যা কমে গেল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: রাখো! এরূপ বলা খুবই খারাপ কথা। **(আদবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীনী লিল মাওয়ারাদী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথার জগন্য কাজের বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা হতে বুঝলাম যে, অশুভ প্রথা গ্রহণকারী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এ রকম ব্যক্তির ব্যাপারে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সে আমাদের তরীকার মধ্যে নেই। এভাবে যখন এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের ঘরের ব্যাপারে অভিযোগ করলো আর বললো: যখন থেকে আমরা এই ঘরে আসলাম তখন থেকে আমার ধন-সম্পদ ও সদস্য সংখ্যা কমে গেল, তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে সাথে তার ধারণাকে প্রত্যাখান করে বললেন, এ রকম বলাটা খারাপ কথা, দূর্ভাগ্যবশতঃ এই অশুভ প্রথা আমাদের সমাজে এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমরা কথায় কথায় এই মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে, যেমন,

অশুভ প্রথা সম্পর্কে আ'লা হযরতের ফতোয়া

কখনো নতুন চাকরীর জন্য গমনকালে রাস্তার মধ্যে এম্বুল্যান্স বা ফায়ার সার্ভিস এর আওয়াজ শুনে এই মন-মানসিকতা তৈরী করা যে, আজ ভাগ্যে ব্যর্থতা রয়েছে, কখনো প্রথম গ্রাহক কোন কিছু না নিয়ে চলে যায়। তখন দোকানদার একে অশুভ মনে করে। এভাবে গর্ভবতী মহিলাকে মৃত ব্যক্তির কাছে যেতে না দেয়া। আর কখনো যুবতীবস্থায় বিধবা হয়ে যাওয়া মহিলাকে অপয়া বলে অন্তরে কষ্ট দেয়া, অপবাদ, অহংকারী এবং এভাবে এভাবে অসৎ উপাধি দ্বারা ডাকা হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! ইসলামে এভাবে কাউকে অপয়া মনে করাকে হারাম করে দিয়েছে। আমাদের আক্বা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল: এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল, যদি সকালে তার অপয়া চেহারা দেখালে সে বলে, কাজে যাচ্ছি সে সামনে চলে এসেছে তো অবশ্যই কিছুনা কিছু তিরষ্কার এবং কষ্টে পতিত হতে হবে, আর চাই কি রকম বিশ্বাসের উপর কাজ হয়ে যাওয়ার বিশ্বাস ও ভরসা থাকুক না কেন, কিন্তু তার খেয়াল হলো, কোন না কোন বাধা এবং কষ্ট প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই সৃষ্টি হবে, সুতরাং ঐ লোকদেরকে তাদের ধারণা উপযোগী অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে এবং ঐ লোক একই নির্দেশনার ধারণা পোষণ করে যে যদি

কোথাও (যায়) যাওয়ার সময় সে সামনে চলে আসে তখন নিজের জায়গা থেকে পুনরায় ফিরে যায় এবং কিছুক্ষণ পর এইটা বুঝে অপয়া সামনে তো নেই! তারপর, নিজের কাজের জন্য যায়, এখন প্রশ্ন হলো এটাই যে, ঐ লোকদের এই বিশ্বাস এবং রীতির উপর আমল করা কেমন? শরীয়াতে তো কোন অসুবিধা নেই? আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: পবিত্র শরীয়াতে এর কোন বাস্তবতা নেই, মানুষের সন্দেহ সামনে আসতে পারে শরীয়াতের হুকুম হলো, اِذَاتَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوْا অর্থাৎ যখন কোন অশুভ প্রথা, ধারণা আসে তখন তার উপর আমল করো না। মুসলমানদের এমন জায়গা চাই যে, اَللّٰهُمَّ لَاطَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ،وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ،وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! কোন অমঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে আর কোন মঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদই নাই) পাঠ করে আপন দয়ালু প্রতিপালকের উপর ভরসা রেখে নিজের কাজে গমন করা। কখনো থামবেন না, ফিরেও আসবেন না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন ব্যক্তিকে দৃঢ়ভাবে অলক্ষুণে আখ্যায়িত করার মধ্যে তার অন্তরে মারাত্মকভাবে কষ্ট দেয়া এবং পরকালে অপমানিত ও নিকৃষ্ট হওয়া এবং জাহান্নামের অধিকারী হওয়া রয়েছে। যদি আমরা কোন অশুভ প্রথার কারণে কাউকে অলক্ষুণে বলি, তার অন্তরে কষ্ট হয় বা কোন কারনে তার অন্তর ব্যথিত হয়, যেমন, গালি দেয়া, খারাপ উপাধি দ্বারা ডাকা, হাসি-তামাশা বা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখানো, প্রহার করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বা তার গীবত করা এবং তার সম্পর্কে জেনে গেল। উদ্দেশ্য হলো, কাউকেও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত কোন দুঃখ দেওয়ার মাধ্যম হলে তখন প্রত্যেকের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এ রকম ব্যক্তি হতে আপনি চাইলে ক্ষমা চাইতে পারেন এ রকম নিকটতম আত্মীয় হতে কেন হবে না বড় ভাই হোক বা পিতা, শ্বাশুরি হোক বা শ্বশুর, মন্ত্রী হোক বা উযির, উস্তাদ হোক বা পীর, মুয়াযিযন হোক বা ইমাম ও খতীব। লজ্জা ভুলে সাথে সাথে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে সন্তুষ্ট করে নিন। আর না

হলে জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি সহ্য করতে পারবে না। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ বিন শাজারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সমুদ্রের যেমন তীর হয়ে থাকে ঐভাবে জাহান্নামেরও তীর আছে, যার মধ্যে বড় উটের মতো সাপ এবং খচ্চরের মতো বিচ্ছু রয়েছে। জাহান্নাম বাসীরা যখন আযাব কম দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে, তখন হুকুম দেয়া হবে (কিনারা) সমূহ তীর সমূহ থেকে বাইরে বের করো সে যখনই বের হবে তখন ঐ সাপ তার ঠোট ও চেহারা সমূহে আঁকড়ে ধরবে এবং তার চামড়া পর্যন্ত উঠে যাবে, ঐ লোক ঐখানে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে দৌড়াবে অতঃপর তার উপর চুলকানির রোগ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে, সে এভাবে নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকবে যে, তার শরীর মাংস সব খঁসে পড়বে এবং শুধু হাড় অবশিষ্ট থাকবে। আহ্বান করা হবে, হে অমুক! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? সে বলবে: হ্যাঁ, তখন বলা হবে, এটা ঐ কষ্টের (বদলা) প্রতিশোধ, যা তুমি মু'মিনদেরকে দিয়েছিলে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৬৪৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেয়া, দুঃখ দেয়া নিঃসন্দেহে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। মুসলমানদের সম্মান অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "ইহতিরামে মুসলিম" এবং জুলুমের পরিণতি" হাদিয়ার বিনিময়ে মাকতাবাতুল মদীনা হতে সংগ্রহ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কন্যা সন্তানের জন্ম কি অশুভ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রদায় এবং সমাজের সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন অশুভ প্রথা পাওয়া যায়, আর কিছু তো এ রকম, যা কম-বেশি প্রত্যেক সম্প্রদয় ও এলাকায় পাওয়া যায়। যেমন, ধারাবাহিক কন্যা সন্তানের জন্মকে অনেক বড় অশুভ মনে করা। কিছু ব্যক্তি কন্যা সন্তানের জন্মতে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। অথচ পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তান বা উভয়েই **আল্লাহ পাকের** নিয়ামত।

মুসলমানদেরকে এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা **আল্লাহ পাকের** নিকট জ্ঞাপন করা উচিত। সম্ভবত দেখা যায় যে, খুশির উপলক্ষ্যটা পুত্র সন্তানের জন্ম নেয়াতে উদযাপন করা হয়। মহল্লায় মহল্লায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়, মোবারকবাদ আর নিরাপত্তার দোয়ায় মুখরিত হয়ে উঠে পরিবেশ। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে এর দশ ভাগের এক ভাগও হয়না, দুনিয়াবী ভাবে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে মাতা-পিতাও বংশের বাহ্যতঃ তেমন কোন উপকার সাদিত হয় না। বরং তাদের বিয়ের ব্যয় বহুল দায়ভার পিতার কাঁধে এসে পতিত হয়। হয়তো এই কারনেই কিছু নির্বোধ মানুষ কন্যা সন্তানের জন্ম হলে নাক ছিঁটকায়। (অর্থাৎ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তালাকের ধমক দেয়া হয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষ পূর্বপর কন্যা সন্তান জন্ম দিলো বা দিতে থাকলে সেই ধমক কার্যত পালনও করা হয়। সর্বোপরি তার উপর এই অত্যাচারটিও হয় যে, কন্যাকেও অপয়া বলা হয়। মনে রাখবেন! কন্যা সন্তান হোক বা পুত্র সন্তান, এটা **আল্লাহ পাকের** উপহার, তিনি কাউকে শুধু পুত্র সন্তান দ্বারা ধন্য করেন তবে কাউকে শুধু কন্যা সন্তান দ্বারা ধন্য করেন। আর কাউকে পুত্র সন্তান দেন না, কন্যা সন্তান দেন না। সুতরাং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদঃ যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন, অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন, পুত্র ও কন্যা সন্তান, যাকে চান বন্দ্যা করে দেন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞান ময়, শক্তিমান।

(পারাঃ ২৫, সূরাঃ শূরা, আয়াতঃ ৪৯-৫০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, আমরা যেভাবে পুত্র সন্তানের জন্মে বা পুত্র সন্তান জন্ম নেয়াতে আনন্দ প্রকাশ করি ঐভাবে কন্যা সন্তান জন্ম নিলেও খুব আনন্দ প্রকাশ করবো। আর যে লোক কন্যা সন্তানের জন্মে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, মুখ বিকৃত করে থাকে, বরং যে দূর্ভাগ্যর দয়ার দানের নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাদেরকে এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। মনে রাখবেন! কন্যা সন্তানের জন্মে বা কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াতে মুখ বিকৃত করা, অসন্তুষ্ট

হয়ে যাওয়া, এটা জাহেলী যুগের কাফেরদের পদ্ধতি যে, লোকেরা কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন করে দিত। যেমনিভাবে- ১৪ পারা, সূরা নাহল এর আয়াত নং ৫৮-৫৯ ইরশাদ করেন,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْمٌ ﴿۵۸﴾ یَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَیُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ﴿۵۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখন তাদের মধ্যে কাউকে কন্যা সন্তান হবার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সারা দিন তার মুখমন্ডল কালো থাকে এবং সে ক্রোধকে হজম করে, লোকদের নিকট থেকে আত্মগোপন করে বেড়ায় এ সুসংবাদের গ্লানি হেতু তাকে কি লাঞ্ছনা সহকারে রাখবে। কিংবা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, ওহে! তারা কতই নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করে।

যে ব্যক্তির কন্যা সন্তানের জন্মে অন্তর ভেঙ্গে পড়ে বা এই কারণে আফসোস করতে থাকে, ঐ কন্যা সন্তান জন্ম এবং কন্যা সন্তানের ফযীলতের উপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শুনুন:

(১) কারো ঘরে যখন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, **আল্লাহ পাক** তখন তার ঘরে ফিরিশতাদের পাঠিয়ে দেন, তাঁরা এসে বলেন হে গৃহবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ফিরিশতারা সন্তানটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আগলে নেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন: এটি একটি দূর্বল প্রাণ, যা একটি দূর্বল প্রাণ থেকে জম্ম নিয়েছে, যেই ব্যক্তি এই দূর্বল প্রাণের লালন পালনের দায়িত্ব নিবে তার উপর কিয়ামত পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** সাহায্য পৌঁছতে থাকবে। **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলা, ৮/২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস:১৩৪৮৪)**

(২) যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, সে যদি তাকে কোন ধরনের কষ্ট না দেয় মন্দ মনে না করে, পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য না দেয়, সেই ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাক** জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। **(আল মুস্তাদরিক লিল হাকেম, ৫/২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস:৭৪২৮)**

(৩) যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের ভালভাবে লালন-পালন করে, তাদের দেখভাল করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আরয করা হলো, যদি দুইজন হয়? ইরশাদ

করলেন: দুইজন হলেও, আরয করা হলো, যদি একজন হয়? ইরশাদ করলেন: যদি একজন হয়ও। (আল মুজামুল আওসাত, ৪/৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস:৬১৯৯)

(৪) যে ব্যক্তির উপর কন্যা সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে, সে যদি তাদের সাথে ভাল আচরণ করে তবে সেই কন্যারা তার পক্ষে জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলা, ১৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস:২৬২৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও কন্যা সন্তানকে অপয়া বলা এবং তার জন্ম নেয়াকে অমঙ্গল মনে করা থেকে বেঁচে নিজেও তার জন্মের উপর শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে খুব আনন্দ উদযাপন করা উচিত, আর কারো কন্যা সন্তানের জন্মের মাটি খনন করে, অন্তরে ধর্য্য ধারণ করে, চিন্তায় ডুবে থাকে এ রকম কাউকে পেলে তাকে ও নেকীর দাওয়াত দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা চাই। কন্যা সন্তানের ভালো শিক্ষার ও প্রশিক্ষনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) জামেয়াতুল মদীনা (বালিকা) দারুল মদীনা (বালিকা) শাখায় ভর্তি করিয়ে দেন। আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করান, স্থায়ীয় ইসলামী বোনের সাথে মিলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র, ইসলামী বোনের ৮ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার মাদানী মন-মানসিকতা তৈরি করুন। যদি আপনার কন্যা সন্তান বড় হয়ে যায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত কুরআন পড়েনি, তাহলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) শাখায় ভর্তি করিয়ে দিন, যেখানে ইসলামী বোনেরা কুরআনে পাক পড়ার সাথে সাথে ইসলামী বোনদের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা সমূহও তাকে বুঝানো হবে, শিখানো হবে, মা-বাবাকে সম্মান করানো সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হবে, ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরি করার মাদানী ফুল প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সন্তান, বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে ভালোভাবে লালন (পালনের) পালন সম্পর্কে মাদানী ফুল অর্জন করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"আওলাদকে হুকুক"** এবং **"বেটী কি পরবরিশ"** পাঠ করার মধ্যেও অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে দরস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, বিভিন্ন কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি সমূহে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ব্যতীত তাঁর বাকী সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে ফয়যানে সুন্নাত, প্রথম খন্ড এবং ফয়যানে সুন্নাত ২য় খন্ডের ঐ অধ্যায় (১) গীবত কি তাবাহ কারীয়া এবং (২) নেকীর দাওয়াত" হতে দরস দেওয়ার তারকীব (ব্যবস্থা) হয়ে থাকে। যার উদ্দেশ্য হলো, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকও ছাত্রদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং তাদেরকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মাদানী মানসিকতা প্রদান করা। আসুন! দরস সম্পর্কিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

অসৎ সঙ্গ থেকে মুক্তি মিলে গেল

লাহোরের এক ইসলামী ভাইয়ের কাজের মধ্যে অসৎ সঙ্গের কারণে এমন বিগড়ে যাওয়া অবস্থা তৈরি হলো যে, তার ছোটদের স্নেহ করার অনুভূতি ছিল, না বড়দের আদব ও সম্মান করর কোন ধারণা ছিল। কথায় কথায় লড়াই, ঝগড়া করা তার অভ্যাসে পরিণত হলো, এমন কি তার অসৎ অভ্যাসের কারণে পরিবার বর্গও বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, একদিন "ফয়যানে সুন্নাতের দরসে" অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হলো, এরপর সে নিয়মিত দরসে অংশগ্রহণ করতে লাগলো, এই "মাদানী দরসের" বরকতে সে নিজের পূর্ববর্তী জীবন থেকে তাওবা করে এবং অসৎ সঙ্গকে পিছনে ফেলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা একটি আন্তর্জাতিক রোগ, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বসবাসকারী লোকেরা বিভিন্ন বস্তু হতে অশুভ প্রথা গ্রহণ করে থাকে। আসুন! অশুভ প্রথার ১৩টি উদাহরণ শ্রবন করি: (১) অন্ধ, ল্যাংড়া, এক চোখ বিশিষ্ট এবং অপারগ ব্যক্তিদের মধ্য হতে কাউকে বা কখনো কোন বিশেষ পাখি বা প্রাণীকে

দেখে বা তার আওয়াজ শুনে অশুভ প্রথার শিকার হয়ে যাওয়া, যেমন, বিড়ালের কান্নার আওয়াজ, পেঁচা কে দেখা ইত্যাদি। (২) কখনো, কোন সময়, বা দিন বা মাস দ্বারা অশুভ ফাল গ্রহণ করা। (৩) কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করল এবং কেউ কর্মকান্ডের ত্রুটির চিহ্ন দেখে ফেললো বা ঐ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বললো, তখন এ থেকে অশুভ প্রথা গ্রহণ করা, যে, তুমি তো প্রথমেই পা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছ, এখন তো এই কাজ আর হবে না। (৪) সংবাদপত্রের প্রকাশিতে সংবাদের ভিত্তিতে নক্ষত্রের খেলা দ্বারা নিজের জীবনকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও বিমর্ষ করে নেয়া। (৫) মেহমান বিদায় নেওয়ার পর ঘরের মধ্যে ঝাড়ু দেওয়াকে অলক্ষুণে মনে করা। (৬) জুতা খোলার সময় জুতার উপর জুতা আসার দ্বারা অশুভ প্রথা গ্রহণ করা। (৭) ডান চোখের পাতা নড়াচড়া করলে বিশ্বাস করা যে, কোন বিপদ আসবে। (৮) এটা মনে করা যে, খালি কাঁচি চালানোর দ্বারা ঘরে ঝগড়া হয়ে থাকে এবং কারো চিরুনী ব্যবহার করার দ্বারা উভয়ের মাঝে ঝগড়া হয়ে থাকে। (৯) বাচ্চা শয়ন করলো তার উপর কেউ ডিঙিয়ে গেলে তাহলে মনে করা যে, বাচ্চার দৈহিক গঠন ছোট রয়ে যাবে। (১০) রাতে আয়না দেখার দ্বারা চেহারায় ভাঁজ পড়ে যায়। (১১) সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা চুরি দ্বারা কোন জিনিস যেন না কাটে, যে, বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার হাত বা পা সমূহ কাটা অবস্থায় বা ছেড়া অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবে। (১২) কখনো নাম্বার সমূহ দ্বারা অশুভ প্রথা গ্রহণ করা (বিশেষকরে ইউরোপীয় দেশে বসবাসকারী ১৩নং সংখ্যা কে অশুভ মনে করে) (১৩) মাগরীবের আযানের সময় সকল লাইট দ্বারা আলোকিত করা চাই, আর তা না হলে বালা মুসিবত অবতীর্ণ হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেখানে মানুষকে নেক আমলের দিকে উৎসাহ প্রদান করে, সেখানে এটির প্রায় ১০৪টি বিভাগ দ্বীনি মতীনের খেদমতে ব্যস্ত রয়েছে, যার মধ্য থেকে একটি বিভাগ মাদানী মুন্নাদেরকে শিক্ষাও প্রশিক্ষণের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা

(বালক) এবং মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে বিশুদ্ধ ভাবে কিরাত সহকারে কুরআনে করীম হিফজ ও নাযারা পড়ানো হয়। মাদরাসাতুল মদীনায় মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দ্বারা সজ্জিত করার সাথে সাথে বিশেষকরে তাদের সৎ চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও বিশেষ করে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। ইসলামী আহকাম অনুযায়ী ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি শিখানো হয়ে থাকে। সুন্নাত সমূহ ও আদব সমূহ বলা ও শিখানো হয়ে থাকে। মা-বাবার প্রতি আদব ও সম্মান শিখানো হয়ে থাকে। ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান করা শিখানো হয়ে থাকে, নিয়মিত নামায সমূহ আদায় এবং সুন্নাত সমূহের উপর আমলকারী হওয়ার চেষ্টা করানো হয়ে থাকে। মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকার মাদানী মন-মানসিকতা প্রদান করা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদরাসাতুল মদীনা হতে হাফেজে কুরআনের সৌভাগ্য অর্জনকারীর হাজারো সৌভাগ্যবান, হাফেজরা প্রত্যেক বছর দেশে ও বহির্বিশ্বে তারাবীহ নামাযে কুরআনে করীম (মুসল্লীদের) শুনার, শুনানোর মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এই সময়ও অসংখ্য ঐ হাফেজ যারা মাদরাসাতুল মদীনা হতে হাফেজ হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে নিজে দ্বীনি খেদমত পেশ করে যাচ্ছে কেউ ইমামতির মুসল্লার উপর, তো কেউ উচ্চ পদস্ত শিক্ষকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে কুরআনের শিক্ষাকে সারা দুনিয়ার মধ্যে ব্যাপক করে যাচ্ছেন।

অনলাইন জামেয়াতুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী**র আরো একটি বিভাগ "অনলাইন জামেয়াতুল মদীনা"ও, অনলাইন জামেয়াতুল মদীনার মাধ্যমেও বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন, তাহারাত কোর্স, নামায কোর্স, আকাইদ ও ফিকহ কোর্স, ফয়যানে যাকাত কোর্স, দরসে নেযামী অনলাইন কোর্স, ফয়যানে বাহারে শরীয়াত কোর্স, কুরবানী কোর্স ইত্যাদি। প্রত্যেক কোর্সের সময় এবং মেয়াদ ভিন্ন হয়। ঐ কোর্স সমূহে ভর্তির পদ্ধতি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট (www.dawateislami.net) মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অশুভ প্রথার বিভিন্ন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা হারাম ও গুনাহের কাজ এবং তা থেকে বাঁচা খুবই প্রয়োজন, কিন্তু আফসোস! এটা এরকম ভয়ানক বিপদ, যা আমাদের সমাজকে নিজের শক্তিশালী থাবার মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তার অনেক ক্ষতি রয়েছে, হয়ত আমাদের মধ্যে থেকে অধিকাংশ এমন রয়েছে তার যারা ক্ষতি সমূহের সাথেই পরিচিত নয়।

অশুভ প্রথার ক্ষতি সমূহের মধ্যে একটি অনেক বড় ক্ষতি হলো; ❋ অশুভ প্রথায় শিকার হওয়া ব্যক্তির **আল্লাহ পাকের** উপর বিশ্বাস এবং ভরসা দুর্বল হয়ে যায় এবং ঐ **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করার পরিবর্তে ঐ ক্ষনস্থায়ী বস্তুকে নিজের বিশ্বাসের অংশ করে নিলো, যার সাথে অশুভ প্রথার সম্পর্ক রয়েছে, আর এটা ছাড়া। ❋ অশুভপ্রথা গ্রহণকারীর মানসিকতায় আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। ❋ তার ভাগ্যের উপর ঈমান দুর্বল হতে থাকে। ❋ পাশাপাশি শয়তানী কুমন্ত্রণার দরজা খুলে যায়। ❋ অশুভ প্রথা গ্রহণের কারণে মানুষের মধ্যে সন্দেহ, চিত্তের দুর্বলতা, মনের ভয়, সাহসহীনতা এবং কার্পণ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। ❋ যখন সে কোন কাজে বিফল হয় তখন খুবই হতাশ হয়ে যায়, অথচ কোন ব্যাপারে বিফলতা অনেক কারণেই আসতে পারে। যেমন; কাজের পদ্ধতি সঠিক না হওয়া, ভূল সময় এবং ভূল স্থানে কাজ করা এবং অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি, কিন্তু অশুভ প্রথা গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজের ব্যর্থতাকে অশুভ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন থেকেও বঞ্চিত থাকে, কেননা তার নিজের ভূলের কোন অনুভূতি থাকে না, সে তার প্রতিটি ভূলের দায় কোন কালো বিড়াল বা কুকুরকেই দিয়ে থাকে ❋ অশুভ প্রথা গ্রহণের কারণে অনেক সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে অনৈক্য জীবনকে অতিষ্ট করে রাখে। ❋ আর যারা নিজের মাঝে অশুভ প্রথা গ্রহণের দরজা খুলে নেয়, তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুই অলক্ষুনে মনে হতে থাকে, কোন কাজে ঘর থেকে বের হলে পথে যদি কালো বিড়াল রাস্তা পার হয়, তখন এটাই ধারণা করে নেয় যে, আমার কাজ হবেনা, অতঃপর ঘরে ফিরে আসে। এক ব্যক্তি সকাল বেলা দোকান খুলতে

যাচ্ছিলো, রাস্তায় যদি কোন দুর্ঘটনা দেখে, তখন মনে করে, আজকের দিনটি আমার জন্য অমঙ্গলের, সুতরাং আজ আমার ক্ষতি হবেই। এভাবে তাদের জীবন চলার নিয়ম-নীতি উলট পালট হয়ে যায়। (অশুভ প্রথা, ১১-১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথার ক্ষতি সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, এবং যখনই অশুভ প্রথায় পতিত হওয়ার উপক্রম হয় তখন এই ক্ষতি সমূহের কথা মনে করুন আর কিছুটা এভাবে মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা করুন যে, অশুভ প্রথায় পড়া গুনাহের কাজ এবং এটি আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতির কারণ। যখন আমাদের এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই আপদ থেকে পিছু ছাড়া যাবে। অশুভ প্রথা থেকে বাঁচার একটি পদ্ধতি হলো, এর উপায় সম্পর্কে ভাবা এবং এর প্রতিকার করার চেষ্টা করা। আসুন! অশুভ প্রথার কিছু কারণ এবং এর প্রতিকার শ্রবন করে এর উপর আমল করার নিয়্যত করি।

অশুভ প্রথার ৬টি কারণ এবং এর প্রতিকারঃ

(১)... অশুভ প্রথার প্রথম কারণ ইসলামী আকায়িদ সম্পর্কে জানা না থাকা। এর প্রতিকার হলো যে, বান্দার ভাগ্যের উপর এই অর্থে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সকল ভাল-মন্দ **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর অনন্ত জ্ঞান অনুযায়ী ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যা যা ঘটবে, যে যেরূপ করবে, তাঁর ইলম দ্বারা জেনেছেন এবং তাই লিখে দিয়েছেন। তবেই অশুভ প্রথা অন্তরে বাসা বাঁধতে পারবে না। কেননা যখনই মানুষের কোন ধরণের ক্ষতি হবে, তখনই সে এই মানসিকতা বানিয়ে নিবে যে, এটি আমার ভাগ্যে লিখা ছিলো। কোন কিছুর অশুভ হওয়ার কারণে এরূপ হয়নি।

(২)... অশুভ প্রথার দ্বিতীয় কারণ **আল্লাহ তায়ালা**র উপর ভরসা কম থাকা। এর প্রতিকার হলো, যখনই মনের মধ্যে কোন ধরণের অশুভ প্রথা আসে তবে **আল্লাহ তায়ালা**র উপর ভরসা করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অশুভ প্রথার খেয়াল মন থেকে উধাও হয়ে যাবে।

(৩)... অশুভ প্রথার তৃতীয় কারণ অশুভ হওয়ার কারণে কর্মে বিরতি দেওয়া। এর প্রতিকার হলো যে, কোন কাজে যখন অশুভ প্রথার উদয় হয়, তবে তা করে

নেয়া এবং মনে এই ধরণের খেয়ালকে একেবারেই স্থান দিবেন না যে, কাজটি করলে আমার ক্ষতি বা অশুভ ইত্যাদি হতে পারে।

(৪)... অশুভ প্রথার চতুর্থ কারণ সেটির ধ্বংসাত্মকতা ও ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা। কেননা বান্দার যখন কোন কাজের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কেই জানা থাকবে না, তখন সেটি থেকে বাঁচবে কীভাবে? এর প্রতিকার হলো যে, বান্দা অশুভ প্রথার ক্ষতিকর দিকগুলো অধ্যয়ন করবে, সেগুলো নিয়ে ভাববে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

(৫)... অশুভ প্রথার পঞ্চম কারণ দৈনন্দিন কাজে বিভিন্ন ওযীফা অন্তর্ভূক্ত না থাকা। এর প্রতিকার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছুটা এভাবেই বলেন: যখন এই ধরণের (অর্থাৎ অশুভ প্রথা) সন্দেহ ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, সে জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ হতে কিছু সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত উপকারী দোয়া লিখে দিচ্ছি। সেগুলো একবার বা একাধিক বার আপনি এবং আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও পড়ে নেবে। মন যদি পাকা-পোক্ত হয়ে যায়, সন্দেহ চলে যায়, তাহলে তো ভাল কথা। নাহয় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে একবার করে পড়ে নিবেন। আর বিশ্বাস করবেন যে, **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াদা সত্য। আর অভিশপ্ত শয়তানের ভেলকি মিথ্যা। এরূপ কয়েক বার করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এসব সন্দেহ আর থাকবে না। মূলত কখনো কারো কোন ক্ষতি হবে না। দোয়াটি হলো: لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۝ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমাদের নিকট পৌঁছাবে না, কিন্তু তাই, যা **আল্লাহ** আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মুনিব এবং **আল্লাহ**র উপরই মুসলমানদের নির্ভর করা উচিৎ।) (পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৫১) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ۝ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ** তোমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং (তিনি) কতোই উত্তম কর্ম ব্যবস্থাপক।) (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩) اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ অর্থাৎ **ইলাহী!** শুভ কিছু তুমি ব্যতীত আর কেউ নিয়ে

আসে না এবং অশুভ বিষয় তুমি ব্যতীত আর কেউ দূর করে না আর কারো কোন ক্ষমতা নাই, তবে আছে কেবল তোমার। اَللّٰهُمَّ لَاطَيْرَكَ وَلَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ অর্থাৎ **হে আল্লাহ!** তোমার ফালই প্রকৃত ফাল। আর তোমার শুভই প্রকৃত শুভ। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। (বাতেনী বিমারিওঁ কি মা'লুমাত, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

(৬)... অশুভ প্রথার ষষ্ঠ কারণ হলো শুভ প্রথা গ্রহণ না করা বা শুভ প্রথা অবলম্বন করার প্রতি মনোযোগ না দেয়া এবং এর মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকাও। অশুভ প্রথা গ্রহণ করে এর উপর আমল করাকে যেহেতু শরীয়াত নিষেধ করেছে এবং শুভ প্রথা গ্রহণ শরয়ীভাবে মুস্তাহাব। তবে অশুভ প্রথা থেকে বাঁচার জন্য শুভ প্রথা গ্রহণ করার অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে শুভ প্রথা সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক এমন পদ্ধতি যা দ্বারা ফাল গ্রহণ করা হয়, তা নাজায়িয হওয়ার পরও লোকেরা তা জায়িয মনে করে। যেমন; কোরআনে মজীদের কোন পৃষ্ঠা খুলে সর্বপ্রথম আয়াতের অনুবাদ দ্বারা নিজের কাজ সম্পর্কে নিজে থেকেই সারাংশ গ্রহণ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলায় সফর করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন মন্দ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পরিবেশের অনেক প্রভাব থাকে। যদি আমরা মিথ্যা, গীবত, চুগলী, পিতামাতার অবাধ্যতা, মুসলমানদের মনকষ্ট, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত হতে, সত্য কথা বলতে, পিতামাতার বাধ্য হতে, সৎচরিত্রের অভ্যস্ত হতে এবং অনেক ধরনের ভাল অভ্যাস গড়ার আকাঙ্খী হই তবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ এবং প্রতি মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন। যদি আপনি আপনার দৈনন্দিন দুনিয়াবী ব্যস্ততা বাদ দিয়ে নিজের পরিবার এবং মন্দ সাথীদের সঙ্গ ছেড়ে এই মাদানী কাফেলায় সফর করেন তবে নিজের

জীবন প্রণালী সম্পর্কে বিশ্বস্ততার সহিত চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ আসে, নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানো আকাঙ্খা অন্তরে সৃষ্টি হবে, যার ফলশ্রুতিতে এখন পর্যন্ত করা গুনাহ সম্পাদনের জন্য আফসোস নসীব হবে, এই গুনাহের অর্জিত শাস্তির কথা ভেবে লোম খাড়া হয়ে যাবে, অপরদিকে নিজের দূর্বলতা ও অসহায়ত্বের অনুভুতি হবে এবং যদি অন্তর জীবিত হয় তবে খোদাভীতির কারণে চোখ থেকে অশ্রু উচলে পরে গাল বেয়ে পড়তে থাকবে। এই মাদানী কাফেলায় ধারাবাহিক ভাবে সফরের বরকতে অশ্লিল কাবার্তা এবং অহেতুক আলাপের স্থলে মুখে দরূদ শরীফ জারি হয়ে যাবে এবং মুখ কোরআনের তিলাওয়াত, আল্লাহ তায়ালার হামদ ও নাতে রাসূলে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, দুনিয়ার ভালবাসায় নিমজ্জিত অন্তর আখিরাতের উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আকিকার সুন্নাত এবং আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! আকিকার কয়েকটি সুন্নাত এবং আদব শ্রবন করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সন্তান আপন আকিকার ব্যাপারে বন্ধক, সপ্তম দিবসে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুন্ডন করবে। **(তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫২৭)**

☆ বন্ধক হওয়ার মানে হলো, তার থেকে সম্পূর্ণ উপকারীতা অর্জিত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আকিকা করা হবে না এবং কিছু কিছু (মুহাদ্দিসগন) বলেন: সন্তানের নিরাপত্তা এবং তার গঠন প্রণালী ও তার মাঝে উত্তম গুণাবলী হওয়া আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)** ☆ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যে পশু জবাই করা হয়, তাকে আকিকা বলে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

আকিকা সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)